গাংনীতে স্কুলের পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুকুরে ডুবে ফাহিম হোসেন (৮) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে।

নিহত ফাহিম হোসেন জোড়পুকুরিয়া গ্রামের জাহিদ হোসেনের ছেলে এবং স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র।

আজ মঙ্গলবার (১৭ জুন) বেলা দুইটার দিকে পুকুরে ডুবে মারা যায় শিশুটি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, কয়েকজন শিশু স্কুল মাঠে ফুটবল খেলছিল। অসাবধানতাবশত ফাহিম পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর তার মরদেহ পানিতে ভেসে উঠলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, দুই বছর আগে একই গ্রামের সাব্বির হোসেন নামের এক ব্যক্তি একই পুকুরে ডুবে মারা গিয়েছিলেন।

মেহেরপুরে দুটি পানির বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের জরিমানা ও স্থগিতাদেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকায় ভেজাল ও অনিয়মের অভিযোগে ‘ফ্রেশ লাইফ ড্রিংকিং ওয়াটার’কে ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ‘হালাল ড্রিংকিং ওয়াটার’কে বাজারজাতকরণ স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে

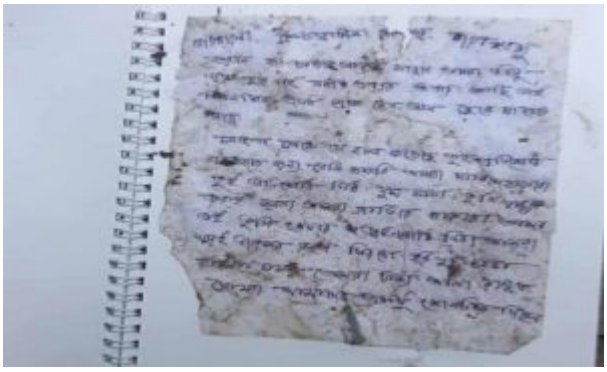

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান দুটিতে এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

অভিযানে সহযোগিতা করেন মেহেরপুরের নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. তারিকুল ইসলাম এবং পুলিশের একটি টিম।

মামুনুল হাসান জানান, ‘ফ্রেশ লাইফ ড্রিংকিং ওয়াটার’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৩ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিকে ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও ‘হালাল ড্রিংকিং ওয়াটার’ নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠানকে বৈধ কাগজপত্র না থাকার কারণে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সাধারণ জনগণকে প্রতিষ্ঠানটির পানি না কেনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

শেখ হাসিনা ফিরবে শিরোনামে গাংনীতে চিরকুট ও বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

যেন গ্রাম ছেড়ে পালাতে না পারে…
এমন লেখা একটি চিরকুট এবং লাল
কসটেপ মোড়ানো বোমা সদৃশ বস্তু
রেখে হুমকি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়ালগ্রামে স্থানীয় একটি দোকানের সামনে থেকে এগুলো উদ্ধার করে পুলিশ।

তবে এগুলো আসল বোমা, নাকি স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য কোনো অসাধু চক্রের তৈরি, তা পর্যালোচনা করছে গাংনী থানা পুলিশ।

চিরকুটে লেখা রয়েছে: “জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ফিরবে। শোন, আমরা চরগোয়ালগ্রামের মানুষ। আমরা কিন্তু খুব দূরে নই, নদীর এপার-ওপার আছি। তাই বিএনপির একটি লোক যেন গ্রাম ছেড়ে পালাতে না পারে…।”

স্থানীয়রা জানান, চরগোয়ালগ্রামের আলতাফ হোসেনের দোকানের সামনে একটি বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট পড়ে থাকতে দেখে লোকজন জড়ো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে বস্তু দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বানী ইসরাইল বলেন, “চরগোয়ালগ্রাম থেকে একটি বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ মাঠে কাজ করছে। এর সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে। তবে কোনো চক্র এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য এমন কর্মকাণ্ড করছে কিনা, সেটি আমরা গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করছি।”

মেহেরপুরের ট্রাকচালক সড়ক দুর্ঘটনায় পাবনায় নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী গ্রামের ট্রাক চালক সেলিম হোসেন সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় পাবনা শহরের কাছে একটি পরিবহনের সাথে ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কায় ঘটনা স্থলেই মৃত্যু হয় ট্রাকচালক সেলিম। নিহত সেলিম(৩৫) সাহারবাটী গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে।

সেলিমের মৃত্যুর বিষয়টি তার পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য হাজী মোঃ ফরমান আলী নিশ্চিত করেছেন।

জানাগেছে, সেলিম হোসেন গত রাতে তার নিজস্ব ট্রাক (ঢাকা মেট্রো্ ট-১৫-৮৬৭৯) তে পাথর বোঝাই করে রাজশাহী যাচ্ছিলেন। ট্রাকটি পাবনা জেলা শহরের কাছাকাছি পৌছালে বিপরিত দিক দিয়ে দ্রতগামী পাবনা এক্সপ্রেস নামের একটি বাস মুখেমুখী ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান সেলিম। ট্রাকটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। সেখান থেকে সেলিমের পরিবাকে জানানো হলে মরদেহ নিতে পাবনায় পৌছেছে।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান,বিষয়টি জেনে মরদেহ নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনীতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ; গণপিটুনি দিয়ে যুবককে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে শাকিল হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছে এলাকাবাসী।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় ধর্ষণের এই ঘটনা ঘটলেও সন্ধ্যার দিকে ধর্ষক শাকিলকে আটক করে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। শাকিল চাঁদপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আবদাল হকের ছেলে ও এক সন্তানের জনক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেয়েটি তার বাবার জন্য চাঁদপুর গ্রামের দাইড়ির মাঠে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে দেশীয় তৈরি অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে গলায় ধরে মাঠের মধ্যে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। শিশুটি বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে, পরবর্তীতে বিষয়টি ওই শিশু তার পরিবারের সদস্যকে জানালে স্থানীয়রা যুবক শাকিলকে ধরে

গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ধর্ষক শাকিলকে উদ্ধার করে থানা পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

ভিকটিম ওই শিশুকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

মুজিবনগরের মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার (১৬ জুন) দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ইউপি প্রশাসক রকিব উদ্দীন আনুষ্ঠানিকভাবে এ বাজেট ঘোষণা করেন। ঘোষিত বাজেটে মোট আয় নির্ধারণ করা হয়েছে ১ কোটি ৭৭ লাখ ৯২ হাজার ১৭৮ টাকা।

বাজেট ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, ইউপি সদস্যবৃন্দ, মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি আজিমুদ্দীন গাজী, উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি আরমান আলী, উপজেলা আমির মাওলানা খানজাহান আলী, উপজেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক খাইরুল বাসার, উপজেলা সমাজকল্যাণ সেক্রেটারি আমিনুল ইসলাম, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণের সহ-সভাপতি মাওলানা আনোয়ার হোসেন, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে পরিষেবা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি খাতে বাজেটের সুষম বণ্টনের বিষয়েও আলোচনা হয়।

উল্লেখ্য, উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ সরাসরি মতামত ও পরামর্শ

প্রদানের সুযোগ পান।

মুজিবনগরে শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত

গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি’র আয়োজনে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস।

সোমবার সকালে গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপি’র ম্যানেজার বিপুল রেমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা।

গুডনেইবার্সের প্রোগ্রাম অফিসার রাসেল শেখের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সিএমসি’র সভাপতি রেহেনা পারভিন, শিশু পরিষদের সভাপতি প্রত্যাশা মণ্ডল, সদস্য জুনায়েদ, সিডিসি সদস্য দীপ্তি কীর্তনিয়া, ‘নেইচার অ্যান্ড পিস ক্লাব’-এর সদস্য সুস্মিতা খাতুন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে শিশু শ্রম প্রতিরোধ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে পরোয়ানাভুক্ত

আসামিসহ গ্রেফতার ৬

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিশেষ অভিযানে পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

রবিবার (১৫ জুন) রাত থেকে সোমবার (১৬ জুন) ভোর পর্যন্ত মুজিবনগর থানা পুলিশের পরিচালিত ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দর্শনার মৃত আনছার আলী বিশ্বাসের ছেলে মো. আতিয়ার রহমান (৪৩), মোনাখালী পূর্বপাড়ার মো. তুফান মণ্ডলের ছেলে মো. মনিরুল ইসলাম (৪২), রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের হানিফ মণ্ডলের ছেলে আজিজুল হাকিম, মো. আক্কাছ আলীর ছেলে মো. রবিউল আউয়াল (২৫), সুনীলের ছেলে শান্ত কুমার (২৮), মো. আলমাছ হাওলাদারের ছেলে আলিম হাওলাদার (২০)।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

তুলা চাষের সংকট ও সম্ভাবনা

স্বাধীনতা পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে এ দেশের বৈদেশিক আয়ের অন্যতম খাত ছিল পাট। ক্রমান্বয়ে পাটের চাহদিা নানাবিধ কারণে কমতে থাকে। মোটামুটি ৮০’ দশক থেকে আমাদের দেশে পোষাক শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে দেশের পুরাতন সুতাকল গুলোর উৎপাদন নুতন করে বাড়তে থাকে, সেইসাথে তুলাচাষের ব্যপক সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু সমস্যা হল দেশের উৎপাদিত তুলা স্থানীয় তাঁত শিল্পের চহিদাই ঠিকমত পূরণে সক্ষম ছিল না তার উপরে মানও তেমন উন্নত না হওয়ায় দেশে তুলা উৎপাদনে ব্যপক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভ’ত হয়।

১৯৭২ সনে তুলা চাষের উন্নয়নের জন্য এদেশে “ কটন বোর্ড” গঠিত হয়

যা ছিল মূলত পাকিস্থান কটন বোর্ডের নতুন সংস্করণ। এই বোর্ড দেশের তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চল সমুহের মধ্যে সঠিক পদ্ধতীতে তুলা চাষের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। সেই সময় ঢকার গাজীপুর ছাড়াও রঙপুর,বান্দরবন প্রভিতি স্থানে কটন বোর্ডের স্যাটেলাইট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। কিন্তু এইসব কেন্দ্রে মটিভেসনাল কাজ বেশি হলেও গবেষণা কাজ তেমন ছিল না।

৮০’ দশকে পোষাক শিল্পের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য আমদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ৮০% এই খাত থেকে অর্জিত হতে থাকে। গড়ে ওঠে নুতন নুতন আধুনিক স্পিনিং মিল বাড়তে থাকে কাচাঁতুলার চাহিদা। কিন্তু দেশে সে হারে তুলা উৎপাদিত না হওয়ায় প্রচুর পরিমান তুলা আমদানি করতে হয়। এবং বলতে গেলে আমরা এখনও আমদানি নির্ভর। বিশেষজ্ঞদের মতে সঠিক পরিচর্যা করলে দেশের চহিদার ৪০ থেকে ৫০ ভাগ তুলা দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব। এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৮০ সনে দেশে আধুনিক মানের “ তুলা উন্নয়ন গবেষণা ও বীজ উৎপাদন খামার” প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূলত এই প্রতিষ্ঠান সমতলে তুলাচাষ,বীজ উন্নয়ন, কৃষকদেও প্রশিক্ষণ সহ উন্নত জাত উদ্ভাবনে ব্যাপক ভাবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে থাকে। এবং দেশের বিভিন্নস্থান যেমন রংপুর, শ্রীপুর, দিনাজপুর, রাঙ্গামাটি প্রভৃতি অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে ব্যাপকভাবে কাজ করতে থাকে। গবেষণায় দেখা যায় দেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পদ্মা অববাহিকা তুলাচাষের জন্য স¤ভাবনাময় এলাকা। এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে দেশের বৃহত্তর তুলা উন্নয়ন গবেষণা ও বীজ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় যশোরের চৌগাছাতে। প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮২ থেকে ২০২৪ সন পর্যন্ত এই কেন্দ্র ১টি হায়ব্রিড (ঈই-১) সহ ৬টা উন্নত জতের তুলাবীজ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছড়াও এই প্রতিষ্ঠান চিন থেকে একটি উন্নত জাত আমদানি করে কৃষক পর্যায়ে বাজার জাত করে থাকে।

বর্তমানে দেশে প্রায় ৫০০ স্পিনিং মিল আছে এবং এই সব মিলের চাহদা মেটানোর জন্য প্রতি বছর ভারত, পাকিস্থান, মিশর সহ বিভিন্ন দেশ থেকে সরকার তুলা আমদানি করে। তবে পরিতাপের বিষয় এ খাত যখন ক্রমাগত উন্নতির দিকে হাটছিল তখনি অসম বানিজ্যনীতির কারণে আমাদের এই সম্ভাবনাময় খাতটি হঠাৎ করেই ধ্বসে পড়ে। আমাদের পার্শবর্তি দেশ ভরতে সুতার মুল্য কম, এবং রঙ ও মান ভাল হওয়াই পোষাক শিল্প মালিক ও স্পিনিং মিল মালিকরা ব্যপক হারে কম শুল্কে স্থলপথে ভারত থেকে সুতা আমদানি করতে থাকে।

বাংলাদেশ হয়ে পড়ে কাচাঁ তুলা ও সুতার ভারতীয় বাজার। এতে আমাদের স্পিনিং শিলগুলো যেমন ক্রমেই বন্ধ হতে থাকে তেমনি অকার্যকর হতে থাকে সম্ভাবনাময় তুলা উন্নয়ন ও গবেষণা কাজ। ক্রমেই প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপে নেমে আসে স্থবিরতা এবং পর্যাপ্ত বরাদ্ধের অভাবে চলতে থাকে জনবল ছাটায়। গবেষণা ও মটিভেশনাল কাজও এক সময় প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

সম্প্রতি ভারতের সাথে আমাদেওর দেশের বানিজ্যনীতির টান পোড়েনের জন্য ভারত সরকার আমাদের দেশে তুলা, সুতা ও তুলাজাত পন্য স্থলপথে রফতানী সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। এতে সংকট আরো ঘনিভ’ত হতে থাকে। ভারত সরকারের এমন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে হঠাৎ করেই বর্তমান কারখানাগুলো বড় ধরণের বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। কিন্তু সরকারের সময়চিত হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি দ্রুতই সমাধান হয়।

এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সরকার নিকটবর্তী দেশ ছাড়াও আফ্রীকা, মার্কিনযুক্তরাষ্ঠ্র ও দক্ষিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ থেকে জরুরী তুলা আমদানীর অনুমতি দেন। সাথে সাথে সরকার অনুধাবন করেন যে, দেশের পোষাক শিল্প ও আনুসঙ্গিক তুলাজাতদ্রব্য উৎপাদন টিকিয়ে রাখার জন্য দেশে ব্যাপক তুলাচাষ ও উৎপাদন বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সরকার সমতলের তুলাচাষের ব্যাপক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যশোরের ”তুলা উন্নয়ন গবেষণা ও বীজ উৎপাদন খামারের” প্রতি নুতন কেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এবং এর উন্নয়নের জন্য যথাপুযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের উদে¦◌্যগ নেন, সংশ্লিষ্ঠ বিষেষজ্ঞরা ভারতের এই সিদ্ধান্তকে দেশের তুলাচাষের জন্য মঙ্গল বলেই মনে করছেন।

তবে এক্ষেত্রেও সরকার পরিচালিত অন্যান্য খামারের মত কিছু সমস্যার কথা উঠে আসে। সর্বত্র সক্ষমতার অভাব ও প্রকট জনবল সংকট ও সম্বয়হীনতা। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম লোকবল দিয়ে এখানে কাজ করা হয়, ফলে সঠিক গবেষণা ,মাঠপর্যায়ে কাজ করা কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও মটিভেষনাল কাজগুলো যথাযথভাবে করা সম্ভব হয় না। মাঠপর্যায়ে এখানকার উৎপাদিত বীজ কৃষদেও মাঝে বন্ঠন এবং ফলাফর সংরক্ষনের জন্য যে ধরণের শিক্ষীত কর্মী প্রয়োজন তেমনটা না থাকায় সব সময় সঠিক রেজাল্টও পাওয়া যায় না। তার পরেও এখানকার উৎপাদিত জাাত গুলোর চাহিদা অনেক বেশি বলে জানা যায়। হাই ব্রীড অপেক্ষা উন্নত জাত গুলোর চহিদা কৃষক পর্যায়ে বেশি। একইভাবে হাইব্রীড তুলা চাষের বাড়তি পরিচর্যা ও অতিরিক্তি খরচ ও কিছুটা ঝুকির বিষয়ও মাঠপর্যায় থেকে জানা যায়।

তুলাচাষের সম্ভাবনার মাঝেও বেশ কিছু সমস্যা চাষিদের কাছ থেকে উঠে আসে। চাষিদেও বক্তব্য থেকে জানা যায়, তুলার বলওয়র্ম একটা মারাত্তক বালায়, তাছাড়া পরিচর্য়ার অভাব, জিনিং অসুবিধা সহ বাজারজাত করণের অভাব ও সঠিক মুল্য না পাওয়াতে চাষিরা তুলাচাষে অনেক সময় আগ্রহ দেখান না। অথবা তুলা চাষে লাভবান হন না। তবে আশার কথা বিশেষজ্ঞগন এই সমস্যা সমাধানের জন্য যশোর কেন্দ্র থেকে তুলার সাথে সাথী ফসল চাষের বিশেষ পদ্ধতি আবিস্কার করেছেনে। ইতোমধ্যে এই পদ্ধতি কুষ্টিয়া সহ দেশের অন্যান্য এলাকাতেও বেশ আগ্রহের সৃস্টি হয়েছে।

বর্তমানে তুলা চাষে আবার গতি ফিরেছে। দেশে প্রায় ১০ জেলার ৬০০ হেক্টও জমিতে তুলা চাষ হয়েছে। এবং র্বমান সরকার তুলা চাষের উপরে কৃষকদের আগ্রহ সৃস্টির জন্য যশোর কেন্দ্◌্কে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। তুলা রবি ফসল এটা তামাক মৌসুমে ফলে থাকে। দরকার হলে তামাক চাষ সীমিত করে হলেও কৃষকদের তুলা চাষে উদ্বুদ্ধ করা দরকার বলে অনেকেই মনে করেন।

তুলাচষে ব্যপকতা সৃস্টি ও অধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যশোর কেন্দ্রের এই উজ্জীবনকে আমরা সাধুবাদ জানাই। সেই সাথে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার বেশকিছু সরকারী কৃষি খামারকেও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ঠ করার বিষয়ে ভেবে দেখার অনুরোধ এলকাবাসির। ইতোপূর্বে মেহেরপুরের মাটি ও জলবায়ু তুলাচাষের জন্য যথেষ্ঠ উপযোগী বলে কৃষি আধিদপ্তর থেকে জানানো হয়েছিল এবং ’৯০ দশকে বেশ কাজও হয়েছিল।

মেহেরপুরের যে ৩/৪ টা কৃষি খামার আছে সেগুলোতে বর্তমান বাজার চাহিদা ও জাতীয় অর্থনীতিতে পোষাক শিল্পের অগ্রগতির কথা মাথায় রেখে মাঠ-ফসলের পাশাপাশি তুলা চাষের দিকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেয়া দরকার বলে এলাকাবাসি মনে করে। বিপুল সম্ভাবনাময় এই খাতকে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

প্রয়োজনে দক্ষজনবল, প্রশিক্ষণ ও যান্ত্রিক কাঠোমো উন্নয়নের মাধ্যমে তুলাচাষে আগ্রহী চাষিদেও আগ্রহী ও দক্ষ করে তুলতে পারলে একদিকে যেমন ক্ষতিকর তামাক চাষ কমে আসবে তেমনি দেশ আমদানি কৃত ৮০ লক্ষবেল তুলার বিপরিতে ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ বেল তুলা দেশেই উৎপাদন করতে সক্ষম হবে; এবং দেশের প্রায় ৩৯ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

এক্ই সাথে পুঃনজাগরিত হবে স্পিনিং মিল, সুতা ও কাপড়কল। তুলাবীজ থেকে উৎপাদিত হবে উন্নত মানের ভেজ্যতেল ও পুষ্ঠিগুন সম্পন্ন খৈল যা উন্নত পশুখাদ্যের জন্য আমরা আমদানী করে থাকি। জাতীয়সার্থেই আমাদের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে এমনটাই আশাবাদ সকলের।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও পরিবেশবিদ

মেহেরপুর বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধ বাবাদের দিন কাটছে সন্তানদের প্রতিক্ষায়

মেহেরপুরের একটি বৃদ্ধাশ্রমে চোখে মুখে হতাশা আর ছেলে মেয়ে স্বজনদের প্রতিক্ষায় দিন কাটছে সাতজন বৃদ্ধ বাবার। চাকুরিজিবি ছেলে মেয়েরা বৃদ্ধ বাবা মায়েদের সময় দিতে না পেরে অবশেষে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে গেছেন।

কবে দেখতে আসবেন সে কথা সন্তানরা কখনো বলেনি। তবে কোনো এক সময় হঠাৎ বৃদ্ধাশ্রমে এসে বাবাকে সারপ্রাইজ দেবে ফ্রান্স প্রবাসি মেয়ে গ্লোরিয়া লিপি হালদার। আর সে প্রত্যাশায় বৃদ্ধাশ্রমে দিন কাটছে ৮৬ বছর বয়সি বাবা রবার্ট রঞ্জিত হালদারের। শুধু রবার্ট রঞ্জিত হালদারই নয়, ৯০ বছর বয়সি এ্যাডমিন মনিময় সর্দার,৭৮ বছর বয়সি পল মিত্রের। বিয়ে না করায় জগতে আপন কেউ না থাকায় বৃদ্ধাশ্রমে টেলিভিশন দেখে সময় কাটাতে হয় ৯৫ বছর বয়সি শুসেন সরকারের। তিনিও দিন কাটাচ্ছেন স্বজনদের আশায়।

কষ্টের মাঝেও পরম মমতায় ঘর বাঁধেন যে বাবা মা, এক সময়ে সন্তানের কারণে আপন নিবাস ছেড়ে যেতে হয় তাদের। নিজ ঘরে তখন তারা হয়ে ওঠেন পরবাসী। যে বয়সে নাতি নাতনি আর আপনজনদের সাথে হেসে খেলে একান্তে সময় কাটানোর কথা, সেই বয়সে কাটে তাদের প্রবীণ নিবাস বা বৃদ্ধাশ্রমের ছোট্ট কামরার বিছানায়। ঝাঁপসা চোখে আপনজনদের কথা ভেবে ভেবেই কাটে তাদের সময়।

মেহেরপুর মুজিবনগরের এই বৃদ্ধাশ্রমের অনেক বাবার গল্পই এমনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এমন বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হতে হবে কোনোদিন ভাবতেও পারেনি বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এসব মানুষগুলো। মুজিবনগরের বল্লভপুরের এই বৃদ্ধাশ্রমে জায়গা হয়েছে ২৫ জন বৃদ্ধ মানুষের। এদের মধ্যে ৭ জন পুরুষ ও ১৮ জন নারী। যাদের থেকেও নেই আপনজন, নেই মাথা গোঁজার ঠাই।

বার্ধক্যের কারণে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন অনেক আগেই। ঢাকা থেকে আসা রবার্ট রঞ্জিত হালদারের একমাত্র মেয়ে থাকেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরে। উচ্চবৃত্ত পরিবারের এই ব্যক্তিটিই ছিলেন একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ। স্ত্রী মারা যান, আর একমাত্র মেয়ে গ্লোরিয়া লিপি হালদারের বিয়ের পরে চলে যান ফ্রান্সে। তাকে দেখা শোনার আর কেউ নেই। পরে ঠাই হয় মুজিবনগরের এই বৃদ্ধাশ্রমে।

সারাদিনই তার সময় কাটে একমাত্র মেয়ের মুখটি দেখার আশায়। মেয়ে দিনে দুবার কল দেন। রাতে গুড নাইট আর সকালে গুড মর্নিং বলেন। অনেক আকুঁতি জানালেও মেয়ে কবে আসবে তার নির্দিষ্ট সময় বলেনা। শুধু বলে কোনো একদিন হঠাৎ এসে তোমাকে সারপ্রাইজ দেবে বাবা। আর ৯০ বছর বয়সি এ্যাডমিন মনিময় সর্দারের খুব মন চাই নাতি নাতনিদের সাথে ফুটবল খেলে আর খুনসুটি করে কাটাতে।

কিন্তু সেই ভাগ্য তার হয়ে ওঠেনি। কানাডা প্রবাসী ছেলে তার সন্তানদের বৃদ্ধ দাদুর কাছে আসতে দেননা, সময় নেই তাদের। আশ্রমের এসব বৃদ্ধদরা নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। তারপরেও বৃদ্ধাশ্রমে নি:সঙ্গ জীবন যাপন করছেন এসব বৃদ্ধরা। জৈষ্ঠ সেবিকা আন্না মন্ডল বলেন, পরিবারের চেয়ে এখানেই ভাল আছেন তারা। তবুও স্বজনদের প্রতিক্ষার প্রহর গুনতে হয় তাদের। এটাই সংসার জগত,এটাই মায়া। নিজের দাদা,বাবাদের মতই আদর যত্ন আর খুনশুটি করেন প্রশিক্ষনার্থী সেবিকা প্রিয়া মন্ডল,পিউ মল্লিকসহ অনেকে।

তবে পিএসকেএসএর নির্বাহী পরিচালক মুহাঃ মোশাররফ হোসেন বলেন, মানুষ বৃদ্ধ হয়ে পড়লে শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়ে। তখন পরিবার সন্তানদের সঙগ খুবই জরুরী। প্রতিটি বাবা মায়ের জন্য পরিবারই হয়ে উঠুক সহায় আমরা এটাই প্রত্যাশা করি। শেষ বয়সে পিতা মাতার এবমাত্র ভরসা সন্তান সন্ততি।